R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৮শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২১শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
৭ই আগষ্ট ১৯৯১ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

ডাক্তার ও কর্মীদের অবহেলা ও দুর্নীতিতে হাসপাতালে অচলাবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় মহকুমা হাসপাতাল সম্বন্ধে কিছুকাল ধরে নানা অভিযোগ উঠছে। কর্মীদের মধ্যে এখানে এক অশুভ চক্র গড়ে উঠেছে। এদের কারসাজিতে লোকাল পারচেজের নামে বহু টাকার ওষুধ পত্রের গণ্ডগোল ধরা পড়ে। এই দুর্নীতি ধরা পড়া সত্বেও বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে সবকিছু ধামা চাপা পড়ে বলে অভিযোগ। হাসপাতালের হেড ক্লার্ক জয়ন্ত সরকারসহ বেশ কয়েকজন কর্মী এইসব দুর্নীতির সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের আখের গুছিয়ে চলেছেন। এ অভিযোগ সোচ্চারিত হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত করার সাহস আজও দেখাতে পারেননি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি লোকাল পারচেজের টেণ্ডার নিয়ে পুনরায় ঢাক ঢাক গুড় গুড় শুরু হয়। স্থানীয় কয়েকটি ওষুধ ব্যবসায়ীও এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে খবর। হাসপাতালের এই অশুভ চক্র ভাঙতে হলে বেশ কয়েকজন বাস্তু ঘুঘুর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী প্রয়োজন বলে ভুক্তভোগীরা মনে করেন। গত ১৬ জুলাই হাসপাতালে সি এম ও এইচ এর প্রতিনিধি, এস ডি ও র প্রতিনিধি এবং এ্যাডভাইসারি কমিটির সদস্যদের নিয়ে সুপার ডাঃ সুভাষ জৈন এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সেখানে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। পারচেজ, টেণ্ডার ইত্যাদির ব্যাপারে কমিটিও গঠন হয়। অন্যদিকে বর্তমানে হাসপাতালে নয়া সুপারকে নিয়ে ২৩ জন ডাক্তার থাকা সত্বেও রোগীরা সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না এবং ডাক্তাররা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নন বলে রোগীরা অভিযোগ করেন। ডাক্তারদের বেপরোয়া প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ফলে সময়মত মর্নিং আউট ডোরে তাঁরা থাকেন না। খবর, ইমারজেন্সী ডিউটিতেও ডাক্তাররা ঠিকমত এ্যাটেণ্ড করেন না। সম্প্রতি এক রাতে নাইট ডিউটিরত ডাক্তারকে পাওয়া যায় না। (৩য় পৃষ্ঠায়)

পাঁচ হাজার টাকার বাল্ব কিনতে গিয়ে পাঁচশো টাকার টি এ বিল

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পৌরসভার কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কলকাতা যাতায়াতের খরচ একটু অস্বাভাবিক এ ঘটনা পুরবাসীদের জানা। কিন্তু এবার যে ঘটনাটি ঘটেছে তাকে পুকুর চুরি বলা যেতে পারে। সম্প্রতি ইলেকট্রিক বাল্ব কিনে আনার জন্য ১নং ওয়ার্ডের কমিশনার এনামুল হককে পুর কর্তৃপক্ষ কলকাতা পাঠান। তিনি কলকাতা থেকে ফিলিপস কোম্পানীর ৬০০ পিস ৬০ ওয়াট এবং ২০ পিস ৫০০ ওয়াটের বাল্ব কিনে এনে যে খরচ দেখিয়েছেন তা রহস্যজনক। ৬০ ওয়াটের ৬০০ পিসে ৪৩৫০ টাকা এবং ২০ পিস ৫০০ ওয়াটে ৮৪০ টাকা দাম দিতে হয়েছে। এর উপর রয়েছে কুলি ট্রান্সপোর্ট খরচ ৭১ টাকা এবং পার্শোন্যাল যাতায়াত খরচ। হিসাব করলে দেখা যায় ৬০ ওয়াটের যে বাল্ব এখানে ৭ টাকা পিস পাওয়া যায় তা ৭-২৫ পঃ দাম পড়েছে এবং ৫০০ ওয়াট যার দাম এখানে ৪০ টাকা তার কলকাতা দাম পড়েছে ৪২ টাকা। এর সঙ্গে কুলি ট্রান্সপোর্ট যাতায়াত খরচ তো আছেই। এখানকার ইলেকট্রিক মাল বিক্রেতাদের প্রশ্ন পুর কর্তৃপক্ষ জনগণের টাকা নিয়ে এইভাবে অপচয় করার অধিকার কোথা থেকে পেলেন ? এখানে তারা অনেক কম দামে ঐ বাল্ব সাপ্লাই দিতে পারতেন।

পৌরসভার অনাস্থার নেপথ্য কাহিনী

ধুলিয়ান : স্থানীয় পৌরসভায় গত '৯০ এর নির্বাচনে সি পি এম সমর্থিত জয়ী সোস্যালিষ্ট প্রার্থী তরুণ সেন কংগ্রেস বিজেপি সমর্থনে পুরপতি হয়ে যে অনীতির বীজ বপণ করেছিলেন তারই বৃষবৃক্ষ আজকের অনাস্থা। সেদিন পুরপতি তরুণ সেন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সমর্থকদের প্রতারিত করতে দ্বিধা করেননি। তারই ফলস্বরূপ সম্প্রতি সিপিএম কমিশনারও নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস সমর্থনে তাঁকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর। তবে তড়িঘড়ি অনাস্থা আনতে গিয়ে তাঁরা আইনের দিকে না তাকিয়ে পুরপতি এবং উপ-পুরপতি উভয়ের বিরুদ্ধে একই সাথে অনাস্থা এনে যে ভুল করেছেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করছেন হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারীর সুযোগ দিয়ে। 'দি বেঙ্গল মিউনিসিপাল এ্যাক্টের (শেষ পৃঃ)

এ বছর অনার্সে ভাল ফল

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজ এ বছর অনার্স পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। বি-এ, বি-এসসি পার্ট টু অনার্সের পরীক্ষায় এই কলেজের ছাত্র তুহিন প্রামাণিক ৫০৪ পেয়ে ফিজিক্সে ১ম শ্রেণী পেয়েছেন। এছাড়া ১৬ জন ছাত্রের মধ্যে ১৪ জন বাংলায়, ইতিহাসে ১৬ জন ছাত্রের মধ্যে ১৫ জন ও পলিটিক্যাল সায়েন্সে ৭ জনের মধ্যে ৭ জনই অনার্স পেয়েছেন। মফঃস্বল কলেজে এ ধরনের রেজাল্ট খুব কম আশা করা যায়। জনৈক অধ্যাপকের মতে অনার্সে এই ফল সম্ভব হয়েছে ছাত্র সংখ্যা কম থাকায়। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা বেশী থাকার ফলে পাস কোর্সের ফল সন্তোষজনক হয়নি। পাশ কোর্সে মাত্র ৩০% ছাত্র পাশ করেছেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৮ সাল

অস্বস্তিকর

সারা দেশে এক ব্যাপক অস্বস্তি ও অশান্তির উপকরণাদি মানুষের মনে এক দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার মত চাপিয়া বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থা যতই দিন যাইতেছে, ততই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহার প্রতিকার তথা অবসান ঘটাইবার যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকিলেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাবে উগ্রপন্থীদের নিজ নিজ এলাকায় জঘন্য ক্রিয়া-কলাপ বাড়িয়া যাইতেছে।

দীর্ঘদিন ধরিয়া জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে প্রকাশ্যে ভারতবিরোধী নানা কর্মপন্থার সঙ্গে সকলেই পরিচিত আছেন। সেখানে মানুষ সুস্থভাবে জীবন যাপন করিতে পারিতেছেন না। মানুষ অপহরণ, হত্যার হুমকি দিয়া দেশের নিরাপত্তা ও স্বার্থ যাহারা বিনষ্ট করিতেছে, এমন সব বন্দীদের মুক্তির দাবী জানান হইতেছে এবং তাহা পুরাপুরি আদায় হইতেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, কাশ্মীরের উগ্রপন্থীরা পূর্বে ভি পি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যাকে অপহরণ করিয়া তাঁহার জীবননাশের হুমকির বিনিময়ে বন্দী উগ্রপন্থীদের মুক্ত করিতে পারিয়াছিল। আর বর্তমান সরকারের শাসনকালেই ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কে, দোরাইস্বামীকে বেশ কিছুদিন পূর্বে উগ্রপন্থীরা অপহরণ করিয়া বন্দী মুক্তিপণ দাবী চালাইতে থাকে। দোরাইস্বামী অদ্যাবধি মুক্তি পান নাই। বন্দী মুক্তি সংখ্যায় দাবী ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে ও তৎসহ তাঁহার জীবন সম্পর্কে হুমকিও অব্যাহত থাকে। এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত দোরাইস্বামীর ভাগ্য অনিশ্চিত।

এদিকে পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীরা অপহরণ তথা বন্দী মুক্তিপণের ধার ধারে না। তাহারা নির্বিচারে হত্যা চালাইয়া যাইতেছে। এখানে সেখানে নিরাপত্তা কর্মীদের সহিত সংঘর্ষ চলিতেছে। উগ্রপন্থী যত না নিহত হইতেছে, তাহার বেশী মরিতেছে সাধারণ মানুষ। সমগ্র রাজ্যে এক বিভীষিকা চলিয়াছে।

পূর্বপ্রান্তে অসমের উলফা উগ্রপন্থীরা অপহরণ, বন্দী মুক্তি দাবী ও হত্যাকর্মে সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে রুশ প্রযুক্তিবিদ গ্রীশেঙ্কো যিনি ভারতের হইয়া কাজ করিতেছিলেন, অপহৃত হইয়া তাহাদের হাতে শিকার হইয়াছেন। সেনা নামাইয়াও তাঁহার মৃতদেহ উদ্ধার করা যায় নাই।

কথা হইতেছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলে উগ্রপন্থীদের নির্বিচার অপহরণ, হত্যা প্রভৃতির ব্যাপারে উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা এবং পন্থা ঠিকমত নির্দ্ধারিত হইতেছে না। এমন সব কাজ করা হইতেছে যে, তাহাতে উগ্রপন্থীরা আরও নিশ্চিন্তভাবে সক্রিয় হইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেছে। জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, অসম প্রভৃতি অঞ্চলে মানুষের কোনও সুনিশ্চয় নিরাপত্তা নাই। সরকারী কাজকর্ম অথবা বেসরকারী কাজে কে যে কখন কিভাবে অপহৃত হইবেন ও প্রাণ দিবেন, তাহার ঠিক নাই। উগ্রপন্থা দমনে সরকারের দৃঢ়তা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এই দৃঢ়তা দেশের শত্রুদের ক্ষেত্রে নরম সুরে বা তোষামদের ভিত্তিতে হইবে না। মূলতঃ উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে আচরণের পরিবর্তন প্রয়োজন। ক্রমশঃ দেশে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ যেন এক অন্তর্বিদ্রোহের রূপ লইতেছে এবং তাহা দমন করিতে সরকারের দুর্বলতা দেখা দিলে এই অন্তর্বিদ্রোহ আরও তীব্র ও ব্যাপক হইতে বাধ্য। তাহাতে এই দেশের বাহিরে কোথাও সরকারের মুখ উজ্জ্বল হইবে না তাহাও নিশ্চিত।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

একটি আবেদন

আপনারা প্রত্যেকেই নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন যে প্রত্যেক বৎসর প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি বর্তমানে একটি বিরাট সমস্যা। বিশেষ করিয়া পঞ্চম শ্রেণী ও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া যেন লটারীতে অর্থ প্রাপ্তির মত ঘটনা। আমি স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের বর্তমান সভাপতি পদে নিযুক্ত থাকিয়া এই সমস্যা সম্পর্কে আরো বেশী করিয়া মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। অনেক অভিভাবক এই বৎসর ভর্তির মরশুমে তাঁহাদের কন্যাদের জন্য আমার কাছে এবং আমাদের কমিটিতে থাকা অপরাপর মাননীয়/মাননীয়া সদস্যগণের কাছে বারংবার ধর্ণা দিয়াছেন এই আশায় যে হয়তবা আমরা তদ্বির করিয়া, প্রধান শিক্ষিকাকে বলিয়া, ভর্তির কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিব। সত্যি কথা লিখিতে কি ঐ ব্যাপারে আমি কাহারো জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। আর করিবার কিছু ছিলও না। কেবল বেদনাহতই হইয়াছি এই ভাবিয়া যে, এই সব কন্যাদের কাহাকে কোথায় কত দূরে ভর্তির জন্য আবার ধর্ণা দিতে হইবে কে জানে? বালিকা বিদ্যালয়ে স্থান হইতেছে না। স্থানীয় কতিপয় উদ্যোগী শিক্ষিত যুবকের কর্মপ্রচেষ্টায় এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা করিবার জন্য ঐ বিদ্যালয়েই মর্ণিং সেকসনে "রামমোহন রায়" নামে একটি বিদ্যালয় দীর্ঘদিন হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অতীব দুঃখজনক ঘটনা ঐ বিদ্যালয়টিকে সরকারী অনুমোদন বা মঞ্জুরী পাইবার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের কাহারো কোনো প্রচেষ্টাই নাই। এমত পরিস্থিতিতে আপাততঃ অপর আর একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এতদঞ্চলে বা এই শহরে একান্তভাবে ও বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাহার জন্য স্থানীয় ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবি, সকল রাজনৈতিক দল এবং সকল স্তরের মানুষের অতি সত্বর এই সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত-ভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। নতুবা আজকের এই সমস্যা অতি সত্বর আরো ভয়ানক রূপ ধারণ করিবে। আর শত শত ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত হইবে। অচলাবস্থার অবসান এই মুহূর্তে হওয়া দরকার। সম্মিলিতভাবে স্থানীয় জনগণ এই সম্পর্কে সজাগ হউন। তৎ সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তব আন্দোলন এবং কর্মসূচী গড়িয়া তুলিয়া সমগ্র প্রশাসনকে অতি সত্বর অবহিত করিবার জন্য বিনীত আবেদন রাখিতেছি।

৫-৮-৯১ মুক্তা ঘোষাল
সভাপতি, রঘুনাথগঞ্জ গার্লস
হাই স্কুল কমিটি

মহরমে গণ্ডগোল

ধুলিয়ান : গত ২৩ জুলাই স্থানীয় মুসলীমরা সরকারী নির্দ্দেশ অমান্য করে হাঁসুয়া, বল্লম, ধারালো তরবারী, বিরাট বিরাট লাঠি নিয়ে মহরমের শোভাযাত্রা বার করেন। তাঁদের বেপরোয়া উল্লাস ও চিৎকারে কিছু কিছু এলাকার হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সজাগ বলে মনে হয় না বলে নাগরিকরা অভিযোগ করেন। শেষ পর্যন্ত অঘটন ঘটে। মহালদার গোষ্ঠী ও কামাতের এক গোষ্ঠী ঘোষপাড়ার কাছাকাছি মুখোমুখি হলে দু'দলে বচসা ও মারামারি শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে ৫নং ওয়ার্ডের কমিশনার দিলীপ সরকার সাহায্য চাইতে থানায় গিয়ে দেখেন ওখানে কোন ফোর্স নাই। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ কোন সাংঘাতিক আকার ধারণ না করায় বা থেমে যাওয়ায় মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

এবারের বাইশে শ্রাবণ ও রবীন্দ্রনাথের কপিরাইট

সাধন দাস

প্রতি বছরই ২২শে শ্রাবণ তারিখটি একটি বেদনাঘন অশ্রুসজল দিন। শ্রাবণের তমালশ্যাম মেঘমালা বৃষ্টির আলিম্পনে ২২শে শ্রাবণকে করে স্মৃতিমেদুর ও বেদনামধুর। কিন্তু এবারের ২২শে শ্রাবণ যেন আরো বেশী মর্মস্পর্শী। কেননা এবারের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র-প্রয়াণের ৫০ বর্ষ পূর্ণ করলো। এত-দিন রবীন্দ্রনাথ সুরক্ষিত ছিলেন বিশ্বভারতীর দুর্গপ্রাকারে। আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের দ্বারা এবার সেই দুর্গপ্রাচীর ভেঙে পড়লো। এই তারিখের পর থেকে কোনো ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকবে না রবীন্দ্র রচনার উপর।

বিশ্বভারতীর নন্দনকাননের স্বর্ণসিংহাসন থেকে অনিবার্যভাবে স্খলিত হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ এই ৫০তম মৃত্যুবর্ষে। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা এবার তাঁকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করবে—এর চেয়ে আর কষ্টের কী আছে!! বিশ্বভারতীর ছাপমারা সম্ভ্রান্ত কাগজের গন্ধে অভ্যস্ত আমাদের ইন্দ্রিয় কি চমকে উঠবে না—যদি দেখি বটতলায় কিংবা কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে রাশি রাশি কাগজের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মোটা মোটা ভুল বানান ছাপা 'রক্তকরবী' কিংবা 'শেষের কবিতা'? বুকের মধ্যে কোথাও কি মোচড় দিয়ে উঠবে না—যদি দেখি কোনো কাঠের ব্যবসায়ী অশ্লীল সিনেমা-পত্রিকার পাশাপাশি পরাণপুরের হাট থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে রঙীন ছবি আঁকা 'গীতবিতান' বা 'সঞ্চয়িতা'? আমাদের মতো যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের জন্যই এ জগতে বেঁচে থাকার প্রেরণা পান—তারা যদি গলির মোড়ে ক্যাসেটের দোকানে শোনেন—বোম্বাইমার্কা কোনো শিল্পীর কণ্ঠে পদগানের আদলে রবীন্দ্র সঙ্গীত, তাহলে কী নিয়ে বাঁচবেন তারা?

কবির জীবিতকালেই তাঁর গানের বিকৃতি কবিকে পীড়িত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"এখনই এমন হয় যে আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার সুর তান নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সবকিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম।" একদিন রবীন্দ্র সঙ্গীতকে বলা হত 'রবিবাবুর গান'। স্বরলিপির বাঁধন ছিঁড়ে স্বেচ্ছাচারিতার বন্যায় আবার কি কোনোদিন রবীন্দ্র সঙ্গীত হয়ে যাবে রবিবাবুর গান? এইসব আশংকা রবীন্দ্র প্রেমীদের পীড়িত করছে বলেই এবারের ২২শে শ্রাবণ যেমন স্মৃতির বেদনায় সকরুণ, তেমনি তাকে ছন্নছাড়া দেউলিয়া করে দেওয়ার যন্ত্রণায় বিধুর।

মধ্যবয়সে কবি তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছিলেন—"ভাই একটা কাজের ভার দেব? ....আমার গ্রন্থাবলী ও ক্ষণিকা পর্যন্ত সমস্ত কাব্যের কপিরাইট কোনো ব্যক্তিকে ৬০০০ টাকায় কেনাতে পারো। শেষের যে বইগুলি বাজারে আছে, সে আমি সিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রি করব—গ্রন্থাবলী যা আছে, সে এক-তৃতীয়াংশ দামে দিতে পারব। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে লোক কিনবে সে ঠকবে না। ...আমার প্রস্তাবটা কি তোমার কাছে দুঃসাধ্য বলে ঠেকছে। যদি মনে কর ছোটগল্প এবং বউঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি কাব্যগ্রন্থাবলীর চেয়ে খরিদ্দারের কাছে বেশী সুবিধাজনক বলে প্রতিভাত হয়, তাহলে তাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস কাব্যগ্রন্থগুলোই লাভজনক" শান্তিনিকেতনের খরচ চালানোর জন্য এমনি অনেকবার তাঁর রচনার গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি ও বন্ধকের কথা ভাবতে হয়েছিল কবিকে।

শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ সালে রবীন্দ্র রচনার দায়িত্ব এসে পড়ে বিশ্বভারতীর উপর। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে যথাবিধি সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ করিয়াছি। আমার সমস্ত বাংলা বই-এর স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্ব-ভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি।"

কিন্তু বিশ্বভারতী এবার সে ভার কার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে? শতাব্দীর পরপার হতে রবীন্দ্রচেতনা ও রবীন্দ্রানুভূতি সময়ের সরণী বেয়ে সুদূর ভবিষ্যতে অবিকৃত ধারায় কি প্রবাহিত হতে পারবে? '১৪০০ সাল' কবিতায় পরোক্ষভাবে কি এই শংকার কথাই প্রতিধ্বনিত হয় না?—

"আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে?"

তবু হা-হুতাশ করে লাভ নেই। মৃত্যুর ৫০ বছর পরও যেমন করে বেঁচে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, তেমনিভাবেই বেঁচে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ। মহৎ মানুষেরা এমনি করেই বেঁচে থাকেন—শুধু ছাপার অক্ষরে বা অভিজাত প্রচ্ছদে নয়—বেঁচে থাকেন মানুষের চেতনায় ও অনুভবে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাস, ভবভূতি নিয়ে আজ যেমন কোনো প্রশ্ন ওঠে না, রবীন্দ্রনাথও তেমনি একদিন একটা 'যুগ' হয়ে কালের তমিস্রায় সুদূর নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করবেন। হাজারো বিকৃত ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যেও যেটুকু হৃদয়গ্রাহী তা চিরকাল আমাদের আকর্ষণ করবে। বিশ্বভারতীর কড়া অনুশাসনের বাইরে থেকেও যেমন আজও হাজার হাজার শ্রোতার চিত্ত আপ্লুত করে রেখেছেন অর্জদা—দেবব্রত বিশ্বাস।

পরিবর্তনশীল জগৎ। বস্তুজগতের নূতন ঘটনার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে। আগামী দিনে কোনো শৌখীন ভদ্রলোক নূতন ঢঙে যদি প্রকাশ করেন রবীন্দ্র কবিতার নূতন সংকলন, নূতন আঙ্গিকে যদি আত্ম-প্রকাশ করে গল্পগুচ্ছ, বাহারী প্রচ্ছদে যদি প্রকাশিত হয় নৌকাডুবি বা মালঞ্চ, কোনো দরদী শিল্পী রবীন্দ্র স্বরলিপি বজায় রেখে যদি তাঁর গানে আনেন নিজস্ব গায়কী বা ঘরানা—তাহলে ক্ষতি কী! রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই থাকবেন। মৃত্যুর ৫০ বছর পরও তাঁকে এই কাঁটাতারের বেড়াতে বন্দী রাখার কী খুব প্রয়োজন আছে? তবে আর কবে তিনি আমাদের রক্তের সঙ্গে একাত্ম হবেন?

হাসপাতালে অচলাবস্থা

(১ম পাতার পর)

ডিউটি চার্ট অনুযায়ী জানা যায় সারজেন ডাঃ লতিবের ডিউটি থাকা সত্ত্বেও তিনি আসেননি বা কোন খবর পাঠাননি। শেষে ডাঃ আশামুদ্দিনকে দিয়ে কোন রকমে রাতটা পার করা হয়। আর এক খবরে জানা যায় জেদাজেদি করে এ্যানাসথেসিষ্ট ডাঃ পি, এন, সাহা অপারেশন টেবিলে তোলা রোগীকেও অজ্ঞান করতে রাজি হননি। এই নিয়ে রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বচসাও হয়। পরে ঐ রোগীকে বহরমপুর নিয়ে যাওয়া হয়। সারজেন পি, ডি, মুখার্জীর সম্বন্ধেও নানা অভিযোগ উঠছে। তিনি নাকি রোগীদের অনেককেই ফুলতলার এক নার্সিং হোমে যেতে চাপ দিচ্ছেন। এবং হাসপাতালে ডেট পেতে হলে ছ'মাস ন'মাস সময় লাগবে বলে জানাচ্ছেন। এমন কি তিনি ঐ হাসপাতালের তাঁর এক সহকর্মী জনৈক ডাক্তারের স্ত্রীকে অপারেশন টেবিলে তোলার পরও নানা অজুহাত দেখিয়ে অপারেশন করেননি। এই নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে বেশ কানাঘুঁষো চলে। ব্যক্তিগত নার্সিং হোমে হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিণ্ডার পাচার করার খবর ফাঁস হয়ে গেলেও এর কোন তদন্ত হয়নি। বর্তমান সুপার ডাঃ জৈন এখানে যোগ দেবার পর দৈনিক ফরাক্কা থেকে ১০/১১ টায় এসে বিকেল ৩/৪ টায় ফিরে যান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

পাঁচটি সোনার বিস্কুট ধরা পড়লো

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ আগষ্ট দুপুরে উমরপুর মোড় থেকে স্থানীয় কাস্টমস্ সুঙী থানার মহেন্দ্রপুর গ্রামের মোজাবুল মিস্ত্রীর লুঙ্গির ভাঁজ থেকে পাঁচটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেন। ধৃত মোজাবুল জানায়—সে বালি কেনার জন্য উমরপুর আসছিল। পথে তাদের গ্রামের রুস্তম সেখ এই মাল তাকে দেয় এবং উমরপুরে তার জন্য অপেক্ষা করতে বলে। পাঁচটি বিস্কুটের ওজন ৫০ ভরি। বর্তমান দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

হাসপাতালে অচলাবস্থা

(৩য় পাতার পর)

যাতে বিশেষ দরকার পড়লেও তাঁকে পাবার কোন উপায় নেই। এক সাক্ষাতকারে ডাঃ জৈন আমাদের প্রতিনিধিকে জানান তিনি নিরুপায়। কেন না পূর্বতন সুপার ডাঃ গোপাল সরকার পদের চার্জ বুঝিয়ে দিলেও এতদিন কোয়ার্টার ছেড়ে দেননি। বর্তমানে ডাঃ সরকার কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়েছেন। সেটি এখন রঙ করা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে ডাঃ জৈন এখানে চলে আসবেন বলে জানান। হাসপাতাল সুপার ডাঃ জৈনকে ওষুধের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি জানান বর্তমানে হাসপাতালে কোন ওষুধ নেই বললেই চলে। এখানে আন্ত্রিক রোগীর চাপ থাকলেও স্যালাইন নেই। ফলে বাইরে থেকে স্যালাইন কিনে আনতে হচ্ছে। ডাঃ জৈন আরও জানান এতবড় হাসপাতাল চলছে সাজফার ডাইজিন ট্যাবলেটের মত সামান্য কিছু ট্যাবলেট এবং গজ, ব্যাণ্ডেজ নিয়ে। ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয় ওষুধ সেপট্রন ও প্যারাসিটোমল পর্যন্ত এখানে দুষ্প্রাপ্য। এক মাসের উপর ফিল্মের অভাবে এক্সরে বন্ধ। হাসপাতাল প্রসঙ্গে আরো খবর—এখানে এতদিন এ্যানাসথেসিষ্ট ছিলেন না। বর্তমানে দুজন এসেছেন ডাঃ পি, এন সাহা এবং ডাঃ ডি, মল্লিক। তবু তাঁদের অসহযোগী মনোভাবের জন্য রোগীরা অপারেশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এস, বি, সামন্ত বদলী হয়ে যাবার পর আর কোন চর্মরোগের ডাক্তার এখানে যোগ দেননি।

অনাস্থার নেপথ্য কাহিনী

(১ম পাতার পর)

১৯৩২ এর ৬১ ধারায় একই সঙ্গে পুরপতি ও উপ-পুরপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা যায় না বলে উল্লেখ আছে। পুরপতি তরুণ সেন এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান বোর্ড ভাঙ্গার চক্রান্তের চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বিরোধীরা এখন তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ আনার চেষ্টা করছেন। অন্য দিকে রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে তাঁরা ধুলিয়ান পুরসভাকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে পঙ্গু করে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। ৯০-৯১ এ মাত্র ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। ঐ টাকায় পৌরসভার ব্যয়ভারের একটা সামান্য অংশই মাত্র বহন করা যেতে পারে বলে পুরপতি মন্তব্য করেন। অথচ '৮৬ থেকে '৯০ পর্যন্ত যখন সি পি এম পরিচালিত বোর্ড ছিল তখন প্রতি বছর ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা সাহায্য পৌরসভা পেয়ে এসেছে। কিন্তু সেই অর্থ শহরের উন্নয়নে ব্যয় না হয়ে দলের স্বার্থে ব্যয় হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তরুণবাবু বলেন এ ব্যাপারে তিনি পঃ বঃ সরকারের অডিটর জেনারেলকে প্রাক্তন পুরপতি সত্য গুপ্তর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠন করার দাবী জানিয়েছেন। তিনি আরোও বলেন সি পি এমের প্রাক্তন পুরপতি শ্রীগুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে নানা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আমলেই ভেপারল্যাম্প কেলেঙ্কারী, যাতায়াত খরচ বাবদ ১০ হাজার টাকার এ্যাডভান্স না এ্যাডজাষ্ট হওয়া, সিমেন্ট নিয়ে যা খুশী তাই করা, প্রতিটি ঠিকাদারের কাছ থেকে ২% কমিশন আদায় প্রভৃতির অভিযোগ রয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে পঃ বঃ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে বর্তমান বোর্ডে সি পি এমের প্রভাব না থাকায় পঃ বঃ সরকার অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন। ফলে বোর্ডের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা মার খাচ্ছে।

ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রায় ২৬ কোটি টাকা লাভ হলো

ফরাক্কা : স্থানীয় বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সারা পঃ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, সিকিম ও ডি ভি সিকে ৪০০ কেভি ফরাক্কা—জিরাট, ফরাক্কা—দুর্গাপুর এবং ২২০ কেভি ফরাক্কা—লালমাটিয়া ট্রান্সমিসন লাইন মারফৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত এই কেন্দ্র লোকসানে চলে। কিন্তু ১৯৮৯-৯০ এ ২৫'৭৬ কোটি, ১৯৯০-৯১ এ ২৪'৬৭ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করায় পূর্বতন লোকসান পূরণ করে পৌনপুনিক হারে ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৩'৮৫ কোটি করে মুনাফা অর্জন করে। এ খবর পাওয়া যায় এফ এস টি পি পির সংবাদ প্রচার সূত্র থেকে।

বার ঘণ্টার বনধ : রঘুনাথগঞ্জ : আজ ৭ আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলায় বার ঘণ্টা বনধের ডাক দেন সি পি এম দল। শিক্ষক নেতা মানব সাহাকে কংগ্রেসীরা অপহরণ ও গুম করে রাখার প্রতিবাদে এই বনধ বলে পার্টির প্রচারে জানা যায়। জঙ্গিপুর হালদারপাড়া বটতলায় সবজি বিক্রী নিয়ে এক গণ্ডগোলে কয়েকজন আহত ছাড়া এখানে বনধ শান্তিপূর্ণ ছিল। ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ও রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলো বন্ধ থাকে। বাস চলাচল করেনি। শহরের বেশীরভাগ দোকান বন্ধ থাকে। টেলিফোন যোগাযোগও অচল থাকে। ফরাক্কায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অফিসগুলি খোলা থাকে বলে খবর।

জি ডি সি কোম্পানীতে চুরি : নবারুণ পয়েন্ট : গত ২ আগষ্ট রাতে এন টি পি সি প্লান্টের ভিতর জি ডি সি কোম্পানীর অফিসে তালা ভেঙ্গে চুরি হয়। খবর ঘরের দুয়ারের তালা ভেঙ্গে দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢোকে এবং লকারের তালা ভেঙ্গে নগদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে পালায়। জানা যায় বেশ কিছুদিন থেকে অফিসে নাইট গার্ড উপস্থিত থাকছেন না। কোম্পানীর পক্ষ থেকে থানায় এজাহার দেওয়া হয়। ব্যাপারটি নিয়ে নানা কানাঘুঁষা চলছে। অনেকের সন্দেহ ফরাক্কা থেকে ঐ কোম্পানী অন্যত্র চলে যাচ্ছে এবং যাবার আগে যে কোন কারণেই হোক এই চুরির ঘটনা সাজানো হয়েছে।

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজি নং L/44399

সাগরদীঘি রোড, আইলের উপর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বিঃ দ্রঃ—কামশন এজেন্ট চাই

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় :

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

SARMISTHA FINANCE LIMITED

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া : রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।